পবিত্র কোরআনে হযরত সালেহ (আ:) ও সামুদ জাতি ঘটনা

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: **"পবিত্র কোরআনে হযরত সালেহ (আ:) ও সামুদ জাতি ঘটনা -৩"**

এটি আরবের প্রাচীন জাতিগুলোর মধ্যে ২য় জাতি। আদের পরে এরাই সবচেয়ে বেশি খ্যাতি ও পরিচিতি অর্জন করে। কোরআন নাজিলের পূর্বে এদের কাহিনী সাধারণ মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। জাহেলি যুগের কবিতা ও গদ্য সাহিত্যে এর ব্যাপক উল্লেখ পাওয়া যায়। অসিরিয়ার শিলালিপি, গ্রীস, ইস্কান্দারিয়া ও রোমের প্রাচীন ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিদগণও এর উল্লেখ করেছেন। ঈসা (আ:) এর জন্মের কিছুকাল পূর্বেও এ জাতির কিছু কিচ্ছু লোক বেঁচেছিল। রোমীয় ঐতিহাসিকদের মতে তারা রোমীয় সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয় তাদের শত্রু নিবতীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।

উত্তর পশ্চিম আরবের যে এলাকাটি আজ (আল হিজর) নাম খ্যাত, সেখানেই ছিল তাদের আবাস। সৌদি আরবের মদিনা ও তাবুকের মাঝখানে হিজায রেলওয়ের একটি স্টেশন রয়েছে, তার নাম "মাদায়েন সালেহ"। এটাই ছিল সামুদ জাতির কেন্দ্রীয় স্থান। প্রাচীন কালে যার নাম ছিল "হিজর"। সামুদ জাতির লোকেরা পাহাড় কেটে যে সব বিপুলায়তন ইমারত নির্মাণ করেছিল এখনো হাজার হাজার এলাকা জুড়ে সেগুলো অবস্থান করছে। এ নিঝুম পরীটি দেখে আন্দাজ করা যায় যে, এক সময় এ নগরীর জনসংখ্যা কয়েক লাখের কম ছিল না।

তাবুক যুদ্ধের সময় রাসূল (স:) যখন এ এলাকা অতিক্রম করেছিলেন তখন তিনি মুসলমানদেরকে এ শিক্ষনিয় নিদর্শনগুলো দেখান এবং এমন শিক্ষা দান করেন যা একজন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তির শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

এক জায়গায় তিনি একটি কুয়ার দিকে অংগুলি নির্দেশ করে বলেন, এ কুয়াটি থেকে হযরত সালেহ এর উটনী পানি পান করতো। তিনি মুসলমানদের এ কুয়া থেকে পানি পান করতে বলেন। এবং অন্য সমস্ত কুয়া থেকে পানি পান করতে নিষেধ করেন। একটি গিরিপথ দেখিয়ে রাসূল বলেন, এ গিরিপথ দিয়ে হযরত সালেহের উটনীটি পানি পান করতে আসতো। তাই সেই স্থানটি আজও "ফাজ্জুন নাকাহ" উটনীর পথ নামে খ্যাত হয়ে আছে। তাদের ধ্বংসস্তূপগুলোর মধ্যে যে সব মুসলমান ঘোরাফেরা করছিল তাদেরকে একত্র করে রাসূল (স:) একটা ভাষণ দেন। এ ভাষণে সামুদ জাতির ভয়াবহ পরিণাম থেকে শিক্ষা গ্রহণের উপদেশ দিয়ে তিনি বলেন, এটি এমন একটি জাতির এলাকা যাদের উপর আল্লাহর আযাব নাযিল হয়েছিল। কাজেই এ স্থানটি দ্রুত অতিক্রম করে চলে যাও। এটা ভ্রমণের জায়গা নয় বরং কান্নার জায়গা।

এ জাতি স্থাপত্য বিদ্যায় তৎকালীন সময়ে বিস্ময়কর উন্নতি লাভ করেছিল।

Click here http://www.morningbrightness.fi/

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

১. সামুদ জাতি ও রাসূলদের প্রত্যাখ্যান করেছিল।

সামুদ সম্প্রদায় পয়গম্বরগণকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। (সূরাঃ আশ-শুআরা ২৬:১৪১)

২. স্মরণ করো তাদের ভাই সালেহ তাদের বলেছিল, তোমরা কি সতর্ক হবে না?

যখন তাদের ভাই সালেহ, তাদেরকে বললেন, তোমরা কি ভয় কর না? (সূরাঃ আশ-শুআরা ২৬:১৪২)

৩. আমি তোমাদের জন্যে একজন বিস্বস্থ রাসূল।

আমি তোমাদের বিশ্বস্ত পয়গম্বর। (সূরাঃ আশ-শুআরা ২৬:১৪৩)

৪. অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুগত্য করো।

অতএব, আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (সূরাঃ আশ-শুআরা ২৬:১৪৪)

৫. তোমাদের সতর্ক করার এ কাজের জন্যে আমি তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাই না। আমার প্রতিদানের দায়িত্ব রাব্বুল আলামিনের।

আমি এর জন্যে তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্ব-পালনকর্তাই দেবেন। (সূরাঃ আশ-শুআরা ২৬:১৪৫)

৬. তোমরা এখানে যে হালে আছো, তোমাদের কি এ রকম নিরাপদ ছেড়ে দেয়া হবে?

তোমাদেরকে কি এ জগতের ভোগ-বিলাসের মধ্যে নিরাপদে রেখে দেয়া হবে? (সূরাঃ আশ-শুআরা ২৬:১৪৬)

৭. এ সব বাগ-বাগিচা এবং ঝরনাধারার মধ্যে?

উদ্যানসমূহের মধ্যে এবং ঝরণাসমূহের মধ্যে? (সূরাঃ আশ-শুআরা ২৬:১৪৭)

৮. এ সব সবুজ শস্যক্ষেত আর সুকোমল ছড়া বিশিষ্ট খেজুরের বাগানে?

শস্যক্ষেত্রের মধ্যে এবং সুকোমল গুচ্ছবিশিষ্ট খেজুর বাগানের মধ্যে ? (সূরাঃ আশ-শুআরা ২৬:১৪৮)

৯. তোমরা তো দক্ষতার সাথে পাহাড় কেটে আবাস নির্মাণ করছো।

তোমরা পাহাড় কেটে জাঁক জমকের গৃহ নির্মাণ করছ। (সূরাঃ আশ-শুআরা ২৬:১৪৯)

১০. অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।

সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুগত্য কর। (সূরাঃ আশ-শুআরা ২৬:১৫০)

১১. সীমালঙ্ঘনকারীদের হুকুম মতো চলো না।

এবং সীমালংঘনকারীদের আদেশ মান্য কর না; (সূরাঃ আশ-শুআরা ২৬:১৫১)

১২. যারা দেশে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়াচ্ছে এবং কোনো প্রকার সংশোধনের কাজ করছে না।

যারা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে এবং শান্তি স্থাপন করে না; (সূরাঃ আশ-শুআরা ২৬:১৫২)

১৩. জবাবে তারা বলেছিল, তুমি তো একজন জাদুগ্রস্থ।

তারা বলল, তুমি তো জাদুগ্রস্থদের একজন। (সূরাঃ আশ-শুআরা ২৬:১৫৩)

১৪. তুমি তো আমাদের মতোই একজন মানুষ ছাড়া আর কিছু নও। তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকলে তোমার রাসূল হবার কোনো প্রমাণ হাজির করো।

তুমি তো আমাদের মতই একজন মানুষ। সুতরাং যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে কোন নিদর্শন উপস্থিত কর।
(সূরাঃ আশ-শুআরা ২৬:১৫৪)

১৫. তখন সে বলেছিল, প্রমান হলো এই উটনী। কুয়ার পানি পানে এর জন্যেও পালা থাকবে, তোমাদের জন্য পালা থকবে নির্দিষ্ট দিনে।

সালেহ বললেন এই উষ্ট্রী, এর জন্যে আছে পানি পানের পালা এবং তোমাদের জন্যে আছে পানি পানের পালা নির্দিষ্ট এক-এক দিনের। সূরাঃ আশ-শুআরা (২৬:১৫৫)

১৬. এর ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে তোমরা একে স্পর্শ করো না, করলে তোমাদের পাকড়াও করবে এক মহাদিবসের আযাব।

তোমরা একে কোন কষ্ট দিও না। তাহলে তোমাদেরকে মহাদিবসের আযাব পাকড়াও করবে। (সূরাঃ আশ-শুআরা ২৬:১৫৬)

১৭. কিন্তু তারা সেটিকে হত্যা করলো। পরিণামে তারা হলো লাঞ্ছিত।

তারা তাকে বধ করল ফলে, তারা অনুতপ্ত হয়ে গেল। (সূরাঃ আশ-শুআরা ২৬:১৫৭)

১৮. আর তাদের গ্রাস করলো আযাব। নিশ্চয়ই এতে রয়েছে একটি নিদর্শন। আর তাদের অধিকাংশই মুমিন ছিল না।

এরপর আযাব তাদেরকে পাকড়াও করল। নিশ্চয় এতে নিদর্শন আছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। (সূরাঃ আশ-শুআরা ২৬:১৫৮)

১৯. নিশ্চয়ই তোমার প্রভু, তিনি মহাশক্তিধর, অতীব দয়াবান।

আপনার পালনকর্তা তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। (সূরাঃ আশ-শুআরা ২৬:১৫৯)

অতএব প্রিয় ভাই ও বোনেরা আসুন, সমুদ জাতির ইতিহাস থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহন করি। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য না হই । আল্লাহ ও তার রাসূলের নির্দেশ মোতাবেক দুনিয়ার জীবন-যাপন করি। আল্লাহ ও তার রাসূলের নির্দেশ অমান্য করার পরিণাম ভয়াবহ। আসুন আমরা সতর্ক হয়ে যাই। মৃত্যু এসে গেলে, তখন সতর্ক হলে কোনো কাজে আসবে না। মৃত্যু আসার আগেই আমরা তওবা করে আল্লাহ ও তার রাসূলের নির্দেশিত পথে ফিরে আসি। আল্লাহর রহমত আমরা প্রত্যাশা করি।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ